গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০১৪.০০৫.৯৬ (অংশ)-৩২৮

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বিষয়: বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন (Bangladesh Commission on Higher Education) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদান।

সূত্র: স্মারক নং-ইউজিসি/প্রশাঃ/৩৭৪ (২)/২০১২/৩০৩৭; তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০২৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে **বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন (Bangladesh Commission on Higher Education) অধ্যাদেশ, ২০২৫** এর খসড়া এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত খসড়া অধ্যাদেশের বিষয়ে আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মতামত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া।

১০.১২.২০২৫
(মোঃ সুলতান আহ্মেদ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৩৩৭
private.univ1@shed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
০২. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
০৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
০৪. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
০৫. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
০৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;
০৭. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭;
০৮. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
০৯. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
১০. সচিব, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০১৪.০০৫.৯৬ (অংশ)-৩২৮ (১/৭)

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
০২. অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ;
০৩. উপসচিব, বিশ্ববিদ্যালয়-১ অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ;

চলমান পাতা- ০২

০৪. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);

০৫. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);

০৬. সিস্টেম এনালিষ্ট (আইসিটি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (খসড়া অধ্যাদেশের উপর জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);

০৭. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

১৩.১২.২০২৫

(মোঃ সুলতান আহ্মেদ)
সহকারী সচিব

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

.....বার, ..., ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.... মন্ত্রণালয়

.... বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ...., ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। ...... মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ..... (মু:প্র:)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ... ... , ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ... ..., ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ২০২৫

১৯৭৩ সনের University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O. of No. 10 of 1973) রহিতক্রমে এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন (Bangladesh Commission on Higher Education) অধ্যাদেশ, ২০২৫'।

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে একটি একক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করিয়া একটি উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন করা অপরিহার্য ও জরুরি হইয়া পড়িয়াছে; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন:**

(১) এই অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন (Bangladesh Commission on Higher Education) অধ্যাদেশ, ২০২৫' নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই অধ্যাদেশ সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে;

(৩) এই অধ্যাদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং

(৪) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

২। সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) "অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল" অর্থ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(খ) "উচ্চশিক্ষা" অর্থ স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ্ব ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা;

(গ) "উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ উপ-ধারা (ঝ), (ড) ও (ঢ) অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার বা কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) "কমিশন" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন;

(ঙ) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের কমিশনার;

(চ) "খন্ডকালীন সদস্য" অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৭(৩) অনুযায়ী মনোনীত কমিশনের খন্ডকালীন সদস্য।

(ছ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(জ) "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ বাংলাদেশের কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঝ) "প্রবিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধি।

(ঞ) "বিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুমোদিত ও স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৫ নং আইন) এর অধীনে স্থাপিত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়;

(ড) "সার্চ কমিটি" অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৯ অনুযায়ী গঠিত সার্চ কমিটি।

৩। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ:

কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হইবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রপতি। কমিশন নিয়োগকারীর নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

৪। কমিশন প্রতিষ্ঠা:

(১) এই অধ্যাদেশ জারির সাথে সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিলুপ্ত হইবে এবং উহার স্থলে "বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন (Bangladesh Commission on Higher Education)" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কমিশন একটি একক ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন একটি আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা অর্জন করিবে অর্থাৎ ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ও চাহিদার নিরীখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কমিশন স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে। এছাড়া কমিশনের নিজস্ব একটি মনোগ্রাম ও পতাকা থাকিবে। মনোগ্রাম ও পতাকার গঠন কাঠামো, আকৃতি, রং ইত্যাদি কমিশন নির্ধারণ করিবে।

৫। কমিশনের কার্যালয়:

কমিশনের কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হইলে ঢাকার কার্যালয় প্রধান কার্যালয় হইবে।

৬। কমিশন গঠন:

(১) কমিশন একজন চেয়ারম্যান, আটজন কমিশনার এবং দশজন খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত হইবেন।

(৩) খন্ডকালীন সদস্যগণ হইবেন:

ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য (যাঁহারা হইবেন: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য এবং সচিব পদমর্যাদার নিচে নহেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এমন একজন প্রতিনিধি);

খ) কমিশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুক্রমণের ভিত্তিতে মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ হইতে তিনজন;

গ) কমিশন কর্তৃক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সনদ অর্জনের অনুক্রমণের ভিত্তিতে মনোনীত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ হইতে দুইজন;

ঘ) যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খন্ডকালীন সদস্য মনোনীত হননি, সেইসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপকবৃন্দ থেকে কমিশন কর্তৃক মনোনীত দুইজন অধ্যাপক।

০৭। চেয়ারম্যান, কমিশনার ও খন্ডকালীন-সদস্য নিয়োগ, পদমর্যাদা ইত্যাদি:

(১) সার্চ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে দ্বিতীয় মেয়াদে পুর্ননিয়োগের জন্য বিবেচিত হইতে পারিবেন।

(ক) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান, পিএইচডিধারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার কমপক্ষে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তন্মধ্যে অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, গবেষণা তত্ত্বাবধানের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশনা রহিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ব্যাপক প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, এমন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন;

(খ) কমিশনের চেয়ারম্যান এমন পদমর্যাদাসম্পন্ন হইবেন যিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন পদধারী, তবে ক্যাবিনেট মন্ত্রী নন। সেই মোতাবেক বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;

(গ) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন। তাঁহার পদত্যাগ, অপসারণ, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতার ক্ষেত্রে কমিশনের জ্যেষ্ঠতম কমিশনার সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান, পিএইচডিধারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তন্মধ্যে অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১২ বছরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, গবেষণা তত্ত্বাবধানের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশনা রহিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, এমন ব্যক্তি কমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(ক) কমিশনারগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমপদমর্যাদাসম্পন্ন হইবেন এবং সেই মোতাবেক বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;

(খ) কমিশনারগণ চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। এইরূপ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নিকট কমিশনারগণের জবাবদিহিতা থাকিবে।

(৩) এই আইনের ৬(৩) ধারা অনুযায়ী সরকার ও কমিশন কর্তৃক মনোনীত খন্ডকালীন সদস্যগণ দুই বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন। তবে এরূপ মনোনীত সদস্যগণ যে পদ বা প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন তিনি যদি সেই পদ বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি আর কমিশনের খন্ডকালীন সদস্য থাকিবেন না;

(৪) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণকে অপসারণ করা যাইবে না।

৮। **সার্চ কমিটি গঠন:**

(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের শূন্য পদে নিয়োগদানের জন্য এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তিনজন সদস্য সমন্বয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন করিবেন, যথা:—

(ক) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি সার্চ কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যানগণের মধ্য থেকে একজন; এবং

(গ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত জাতীয় অধ্যাপক বা প্রাক্তন জাতীয় অধ্যাপকগণের মধ্য থেকে একজন।

(২) সার্চ কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) সার্চ কমিটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ইহার সুপারিশ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

০৯। সার্চ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) সার্চ কমিটি এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের সততা, সুনাম ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে;

(২) সার্চ কমিটি এতদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম আহ্বান করিতে পারিবে;

(৩) সার্চ কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ন্যূনপক্ষে দুইজন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে;

(৪) কমিশনের প্রশাসন বিভাগ সার্চ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

১০। চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদ সাময়িক শূন্য:

কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো কমিশনার মৃত্যুবরণ বা পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত পদ শূন্য হইবার সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবেন।

১১। কমিশনের সভা আহবান, কোরাম ইত্যাদি:

(১) চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে কমিশনের সচিব তারিখ, সময় এবং স্থান নির্ধারণক্রমে কমিশনের সভা আহ্বান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, বছরে কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। কমিশনের সচিব পূর্ণ কমিশন সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন;

(২) চেয়ারম্যান কমিশন সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠতম কমিশনার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) কমিশন সভায় একজন সদস্য একটি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। পক্ষে বিপক্ষে ভোট সমান হওয়ার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কাস্টিং ভোট দিবেন;

(৪) কমিশন সভায় কোরামের জন্য কমিশনের অন্যূন চারজন কমিশনারের উপস্থিতিসহ মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে;

(৫) কমিশন সভার কার্যপদ্ধতি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৬) কমিশনার বা খণ্ডকালীন সদস্যের কোন পদ শূন্য থাকার কারণে কমিশনের কোনো কার্য, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি অবৈধ বা অকার্যকর হইবে না।

১২। প্রশাসন বিভাগ:

(১) কমিশনের একটি প্রশাসন বিভাগ থাকিবে।

(২) কমিশনের প্রশাসন বিভাগের পরিচালক সচিব হিসেবে অভিহিত হইবেন, যিনি কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কমিশনের প্রশাসন বিভাগের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) কমিশনের প্রশাসন বিভাগ কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যসম্পাদন করিবে।

১৩। কমিশনের কার্যাবলি:

কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:- কমিশন-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বার্থ এবং কল্যাণ বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা নিরূপণ করিবে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করিবে এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে;

(খ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন করিবে;

(গ) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকি করিবে;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দেশি-বিদেশি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম তদারকি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করত: পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ছ) নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিষয় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা বিদ্যমান কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন কোনো বিভাগ, অনুষদ, ইনস্টিটিউট, প্রোগ্রাম বা কোর্স চালু করার জন্য ন্যূনতম শর্ত নির্ধারণ করিবে;

(জ) যোগ্যতা ও উপযুক্ততার বিবেচনায় যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিবে;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড নিরূপণ করিবে এবং ওই মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণপূর্বক তা জনসম্মুখে প্রকাশ করিবে। র‍্যাংকিং এর নিচের সারিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে বিশেষ তদারকির আওতায় আনা হইবে।

(ঞ) আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ স্থানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রেডিট ট্রান্সফার এবং ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহযোগিতা করিবে। প্রয়োজনে কমিশনও এই বিষয়ে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(ট) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শিল্প ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুযায়ী যোগ্য জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে শিল্প-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অর্থ সহায়তা প্রদানকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে;

(ঠ) সেলফ এ্যাসেসমেন্ট এবং অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে সেল গঠনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও পরামর্শ প্রদান করিবে। এই সেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ ও অনুষদে সেলফ এ্যাসেসমেন্ট ব্যবস্থা চালু করিবে এবং অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, বোর্ড অফ অ্যাক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন ইত্যাদির মতো জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করিবে। কমিশন এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও পরামর্শ প্রদান করিবে;

(ড) বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ডিগ্রি অর্জন করিয়া সমতা বিধানের জন্য আবেদন করিলে কমিশন উক্ত বিদেশী ডিগ্রির সমতা বিধান করিবে;

(ঢ) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, পদোন্নয়ন ও চাকরি সংক্রান্ত অভিন্ন বিধিমালা ও অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করিবে; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজস্ব আইন, নিয়ম, বিধি ও স্বায়ত্তশাসনের আলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; কমিশন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত অভিন্ন নীতিমালাসহ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উল্লিখিত অন্যান্য অভিন্ন বিধিমালা, নীতিমালা ও সংবিধি প্রণয়ন করিবে;

(ণ) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রকল্প এর ক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে; উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রকাশনা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠক্রমে সহায়ক যেকোনো পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণা গ্রন্থ এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ত) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষসাধন, সম্প্রসারণ, মেধাকে লালন, উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান এবং বিশ্বমানের শিক্ষাদানের জন্য উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য দেশে-বিদেশে এম.ফিল, পিএইচ.ডি ও পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের ব্যবস্থাকরণসহ বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ, ফেলোশিপ, পদক, চেয়ার ও প্রফেসরশিপ প্রবর্তন করিবে;

(থ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক ও কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করিবে এবং দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের নিমিত্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে;

(দ) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, সহজীকরণ, বৃত্তিপ্রদান ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ধ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনসহ তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে ও বাস্তবায়ন করিবে; এবং

(ন) কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক অর্পিত উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কিত যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবে।

১৪। **পরিদর্শন ও তদন্ত:**

(১) একাডেমিক বিষয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য কমিশন যখন প্রয়োজন মনে করিবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিবে কিংবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিদর্শকদল দ্বারা পরিদর্শন করাইতে পারিবে। কমিশন যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব তলব করিতে ও মূল্যায়ন করিতে পারিবে। পরিদর্শন ও মূল্যায়ন শেষে কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(২) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সামগ্রিক পরিচালনার ক্ষেত্রে অথবা উহার একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে উক্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে। এরূপ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া কমিশন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে উপদেশ, পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(৩) কমিশনের কোনো সুপারিশ/নির্দেশ যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে অনুসরণ ও প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কমিশন উক্ত ব্যর্থতার বিষয়টিকে বিবেচনা করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় স্থগিত করিতে পারিবে। তাছাড়া কমিশন উক্ত ব্যর্থতার কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো প্রোগ্রাম/কোর্স এর অনুমোদন বাতিল কিংবা স্থগিতকরণ বা শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধকরণসহ যেকোনো উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যদি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সংক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ প্রতিকার চাহিয়া কমিশনের নিকট পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিভিউ আবেদন করিতে পারিবে; এবং রিভিউ আবেদনের সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সন্তুষ্ট না হইলে চ্যান্সেলর বরাবর আবেদন করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরণের আবেদন কমিশনের মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে এবং কমিশন তাহার নিজস্ব মতামতসহ আবেদনটি অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে চ্যান্সেলর বরাবর পাঠাইবে। এই বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **তহবিল/অর্থায়নের উৎস:**

অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকে কমিশনের একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে-

(ক) সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা অনুদান;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(গ) কোনো জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিঃশর্তভাবে প্রদত্ত দান ও অনুদান;

(ঘ) বিভিন্ন খাত/ফি হইতে প্রাপ্ত কমিশনের নিজস্ব আয়;

(ঙ) সরকার/কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বিদেশী সংস্থা/বিদেশ হইতে প্রাপ্ত দান/সাহায্য বা অনুদান; এবং

(চ) সরকার বা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

১৬। বাজেট পেশ ও অনুমোদন:

এই আইনের অধীনে কমিশন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং কমিশনের নিজস্ব পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিবছর বার্ষিক আয়-ব্যয় উল্লেখপূর্বক আর্থিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের নিমিত্তে সরকারের নিকট বাজেট প্রস্তাব পেশ করিবে; প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতে প্রাপ্তি ও পরিশোধ/ব্যয়ের প্রাক্কলনসহ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে যেই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে; সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে কমিশনের ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যয়ের জন্য কমিশন হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া জাতীয় বাজেটে কমিশনের অনুকূলে দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে;

১৭। অর্থ মঞ্জুরী:

(ক) সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় আইন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের অর্থ প্রতিবছর কমিশনের অনুকূলে ছাড় করিবে। কমিশন সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে বাজেট-সামর্থ অনুসারে মঞ্জুরী প্রদান করিবে। সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সকল অর্থ/তহবিল কমিশনের মাধ্যমে ছাড় করা হইবে।

(খ) কমিশন সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের বাজেট বিভাজন কমিশন সভায় উপস্থাপন করিবে।

১৮। হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ কার্যক্রম:

(১) কমিশন বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) সহিত পরামর্শক্রমে কমিশনের হিসাবের বহিসমূহ এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য বহিসমূহ সংরক্ষণ করিবে;

(২) কমিশন প্রয়োজনবোধে যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিবরণী নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা করিবেন।

(৪) মহা হিসাব-নিরীক্ষক কমিশনের বার্ষিক হিসাব বিবরণী ঐ বর্ষের নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহা জাতীয় সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করিবেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কমিশন উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিষয়ে যেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

১৯। ট্রাস্ট ফান্ড গঠন:

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করিবার কাজে ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কমিশন দরিদ্র, মেধাবী এবং আর্থিক সাহায্য প্রার্থীদের বৃত্তি/ শিক্ষা সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ট্রাস্ট/ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করিবে এবং তাহা কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২০। বার্ষিক প্রতিবেদন:

কমিশন প্রতি বছর ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে এবং রাষ্ট্রপতি এই প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২১। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতনভাতা, অবসর ভাতা, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি:

কমিশন দক্ষতার সাথে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সচিব, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি দিতে পারিবে; এছাড়াও পরামর্শক এবং উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে পারিবে। কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্ত, বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা, অবসর ভাতা, কল্যাণ তহবিল, যৌথবিমা ও স্বাস্থ্যবিমা ইত্যাদি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান/কার্যকর করিবার পূর্বে সৃষ্ট পদসমূহ অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করিয়া কমিশন সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

২২। নীতিমালা, বিধি, প্রবিধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি:

এই আইন বাস্তবায়ন ও আইনের উদ্দেশ্যাবলি পূরণ ও অর্জনের জন্য কমিশন-

(ক) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে৷

(খ) যেকোনো প্রবিধি, স্ট্যাটিউটস, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(গ) টার্মস অব রেফারেন্স নির্ধারণসহ যেকোনো সংখ্যক কমিটি, উপকমিটি, পরিদর্শক দল, সেল, ইউনিট ইত্যাদি গঠন করিতে পারিবে। এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্মানী/ভাতা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(ঙ) উচ্চশিক্ষার সহিত সম্পৃক্ত যেকোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সমঝোতা স্মারক, চুক্তি সম্পাদনসহ যেকোনো সহায়তা কিংবা বিনিময় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশন এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, সংশ্লিষ্ট খাতে কমিশনের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে।

২৩। রহিতকরণ ও হেফাজত:

(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সংগে সংগে The University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (President's Order No. 10 OF 1973) (অতঃপর রহিত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলিয়া উল্লিখিত), রহিত হইবে।

(২) রহিত রাষ্ট্রপতির আদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, নিযুক্ত জনবল, অর্জিত সম্পদ, স্থাপনা, সকল তহবিল ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি ও অন্যান্য কার্যাবলি এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, নিযুক্ত, অর্জিত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:

(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মোহাম্মদ শোয়াইব
সহকারী সচিব (লিগ্যাল),
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও
কমিটির সচিব

মাফরোজা পারভীন
যুগ্মসচিব (লিগ্যাল) (প্রেষণে),
(জেলা ও দায়রা জজ), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও
কমিটির সদস্য

মোঃ রেজাউল করিম হাওলাদার,
পরিচালক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী
কমিশন ও কমিটির সদস্য

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
সচিব, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ও কমিটির সদস্য

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম
সদস্য, সদস্যের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও
কমিটির সদস্য

প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিব
সদস্য, সদস্যের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও
কমিটির সদস্য

অধ্যাপক ড. মো: সাইদুর রহমান
সদস্য, সদস্যের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ও কমিটির সদস্য

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সদস্য, সদস্যের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও
কমিটির সদস্য

প্রফেসর মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, পিএইচডি
সদস্য, সদস্যের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও
কমিটির আহবায়ক